بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বনু নযীর যুদ্ধের অবশিষ্ট ঘটনার বিশদ বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮ জুন, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

'বনু নযীর' এর যুদ্ধের আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে উল্লেখ করেন, মহানবী (সা.) বনু নযীরের দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় ইমামুস সালাত নিযুক্ত করেন এবং স্বয়ং সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে 'বনু নযীর' এর আবাসস্থল তথা দুর্গ অবরোধ করেন, সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করেছিল। এদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অন্যান্য মুনাফিকরা বনু নযীরের নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা প্রেরণ করে যে, তোমরা কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের কাছে নতি স্বীকার করবে না। আমরা তোমাদের সাথে আছি, আর তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব। কিন্তু বাস্তবে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন মুনাফিকদের মহানবী (সা.)- এর বিপক্ষে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস হয়নি এবং 'বনু কুরায়যা'রও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে এসে 'বনু নযীর' এর সাহায্য করার সাহস হয়নি।

যাইহোক, 'বনু নযীর' মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের ময়দানে না এসে নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করে নেয়। যেহেতু সে যুগের প্রেক্ষিতে তাদের দুর্গ খুব মজবুত ছিল, সেহেতু তারা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর এভাবে এক সময় বিরক্ত হয়ে তারা অবরোধ তুলে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে যাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ছয় দিন, মতান্তরে পনেরো দিন বা বিশ দিন কিংবা তেইশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) দুর্গের বাইরে বনু নযীরের কিছু অপ্রয়োজনীয় খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। এগুলো ছিল 'লীনা' প্রজাতির খেজুর গাছ, যা সাধারণতঃ মানুষদের কোন কাজে লাগত না। ইহুদীরা এ গাছগুলোর আড়ালে দুর্গের প্রাচীর হতে তির ও পাথর নিক্ষেপ করছিল। তাই তিনি এগুলো কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বনু নযীর ভয় পেয়ে নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয় আর এভাবে কয়েকটি গাছের ক্ষতির বিনিময়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণের ক্ষতি ও দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এ থেকে অনুধাবন করা যায়, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গাছ কাটার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যাইহোক, মহানবী (সা.)-এর এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় এবং মাত্র ছয়টি গাছ কাটার পরই বনু নযীর সম্ভবত এ ধারণা করেছিল যে, মুসলমানরা তাদের সমস্ত ফলবান গাছ কেটে ফেলছে তাই তারা চিৎকার শুরু করে দেয়। অতঃপর তারা ভয় পেয়ে এই শর্তে দুর্গের ফটক খুলে দেয় যে, তাদেরকে এখান থেকে সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে দেওয়া হবে।

ইহুদীদের অসহায়ত্ব ও তাদের স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত হওয়ার আবেদন সম্পর্কে আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা তাদের গাছ জ্বালিয়ে তাদেরকে অধিক অস্বস্তিতে ফেলেছিল। এখানে মূলত আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দেন এবং তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণে অনুপ্রাণিত করেন। তাদের দেশান্তরিত হওয়ার আবেদনে মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন যে, মদীনা পরিত্যাগ কর, তোমাদের প্রাণ সুরক্ষিত থাকবে। তোমাদের উট অস্ত্র ব্যতীত যে পরিমাণ আসবাব পত্র বহন করতে সক্ষম তা তোমরা নিয়ে যাও।

সমালোচকরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি বনু নযীরকে কেন দেশান্তরিত করলেন? হুযূর (আই.) বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের ভেবে দেখা উচিত, অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধ, রাস্ট্রপ্রধানকে বারবার হত্যার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বিদ্রোহ করা এবং অহঙ্কারবশতঃ শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী সেই ইহুদীদের উপর তিনি (সা.) বিজয় লাভ করেছিলেন। তদুপরি তাঁর (সা.) শান্তিপ্রিয়তা, সন্ধির বাসনা, মানবতার প্রতি দয়া ও কৃপার মহান আদর্শ এর আলোকেও প্রতিভাত হয় যে, তিনি (সা.) তাদেরকে এখান থেকে শান্তি ও নিরাপদে দেশান্তরিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। দয়া ও কৃপার আদর্শ এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তিনি তাদেরকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত সমস্ত আসবাবপত্র নেয়ারও অনুমতি প্রদান করেছিলেন।'

'বনু নযীর'কে নির্বাসিত করার সময় মহানবী (সা.) চারটি শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথমত, বনু নযীরের সদস্যরা মদীনা ছেড়ে যেখানে যেতে চায় যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** দেশান্তরিত হওয়ার সময় তারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র অবস্থায় যাবে। **তৃতীয়ত,** যে পরিমাণ আসবাবপত্র তারা সাথে করে নিয়ে যেতে চায় নিতে পারবে। **চতুর্থত,** ইহুদীদের আসবাবপত্র নিয়ে যাবার পর অবশিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পতি মুসলমানদের হস্তগত হবে।

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) ইহুদীদের নির্বাসিত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

‘বনু নযীর’ নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে এর দরজা ও চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা মদীনা থেকে এমন ধুমধামের সাথে গানবাজনা করতে করতে বের হয়ে যায় যেভাবে বরযাত্রী যাত্রা করে থাকে। তাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং স্থাবর সম্পত্তি যেমন বাগান প্রভৃতি মুসলমানদের হস্তগত হয়, যেহেতু কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই এ সকল সম্পদ হস্তগত হয়েছিল, তাই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কেবল মাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই সকল সম্পদের বন্টনের অধিকার ছিল। তিনি (সা.) এই সম্পদের অধিকাংশ দরিদ্র মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন যাদের জীবন নির্বাহের উপকরণ তখনও পর্যন্ত সেই প্রাথমিক সময়কালের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে আনসারের সম্পদের ওপরে বোঝা হয়ে ছিল এবং অপরদিকে পরোক্ষভাবে আনসাররাও মালে গণিমতের অংশীদার হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন মাসলাম (রা.) নামক সাহাবির তত্ত্বধানে ‘বনু নযীর’ যখন মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন কিছু আনসার তাদের পুত্রদের যেতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, যারা আনসারের মানত পূরণ করতে গিয়ে ইহুদী হয়ে গিয়েছিল আর বনু নযীর তাদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু আনসারের এই আবেদন ইসলামী শিক্ষা ‘লা ইকরাহা ফিদ্বীন’ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই এর বিরোধী হওয়ায় মহানবী (সা.) মুসলমানদের বিপক্ষে এবং ইহুদীদের পক্ষে রায় দেন এবং বলেন, যারা ইহুদী হয়েছে এবং তাদের সাথে যেতে চায় তাদেরকে আমরা বাধা দিতে পারি না, তবে বনু নযীরের দু’জন ব্যক্তি সানন্দে মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে যান।

একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সিরিয়ায় চলে যাবে, অর্থাৎ আরবে থাকবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কিছু সর্দার যেমন সালাম বিন আবি আল-হকাইক, কেনানা বিন রাবি’, হুয়াই বিন আখতাব প্রমুখ এবং জনগণের একটি অংশ হিজাজের উত্তরে ইহুদিদের বিখ্যাত জনপদ খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং খায়বারের লোকেরা তাদের সাদর সম্ভাষণ করেছিল। পরিশেষে এই সকল লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক নৈরাজ্য ও যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়েছিল। ‘বনু নযীর’ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়নি, বরং আল্লাহ্তা’লা তাঁর নবীর প্রভাব ও ভীতি তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ্তা’লা তাঁর রসূল (সা.) কে তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছিলেন।

এখানেও আমরা আনসারদের অদ্ভুতভাবে ঈর্ষণীয় ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থতার নমুনা দেখতে পাই। মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শামাস (রা.)-কে বলেন, আমার সামনে তোমার জাতিকে একত্রিত করো। সমস্ত আনসারকে ডেকে নিয়ে আসো। তিনি অওস ও খাযরাজের সমস্ত আনসারকে ডেকে আনেন। অতঃপর তিনি (সা.) মুহাজিরদের প্রতি আনসারের সদয় আচরণের উল্লেখ করে বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীরের প্রাপ্ত সম্পদ (মালে ফেয় অর্থাৎ কোন প্রকার যুদ্ধ ব্যতীত শত্রু পক্ষদের নিকট হতে যে সম্পদ অর্জিত হত) তোমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে মুহাজিররা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করবে এবং তোমাদের সম্পদেরই মালিক থাকবে। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে এই সম্পদ

মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার অনুমতি দাও তাহলে তারা তোমাদের দেওয়া বাড়ি ছেড়ে দেবে। তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের সম্পদও তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীরের সমস্ত সম্পদও আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিন। মুহাজিরদের নিকট হতে আওয়াজ আসে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এতে আমরা খুশি এবং সম্মতি প্রদান করছি। মহানবী (সা.) তাদের আত্মনিবেদনের এরূপ স্পৃহা দেখে খুবই খুশি হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! সকল আনসার এবং তাদের উত্তরাধিকারের প্রতি দয়া করো।

হুযূর (আই.) বলেন, বনু নযীরের বিবরণ এখানেই সমাপ্ত হলো। আগামীতে অন্য কোনো যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবা জুমআর পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহ্‌মদী তথা সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতি এবং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্যও দোয়ার আহ্বান জানান।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহূ-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

28 June 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in